২২/৭/২০০২

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

দৈনিক ইনকিলাব

# দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৩ কোটি লোকের স্বপ্ন 'খুলনা ভার্সিটি' আজ পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে যাচ্ছে

খুলনা ব্যুরো ঃ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার একমাত্র বিদ্যাপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক অবকাঠামো ও একাডেমিক উন্নয়নের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিতে চলেছে, যা ছিল এ অঞ্চলের সাড়ে ৩ কোটি মানুষের দীর্ঘ যুগের স্বপ্ন। আজ তা বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে।

নবীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ২টি সমাবর্তন হয়ে গেছে। দেশে-বিদেশে এই নবীন বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এখন সারা দেশের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। গত ৪ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, একাডেমিক উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপকভাবে। এতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ এসএম নজরুল ইসলামের মেয়াদকালের শুরুতেই নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে দ্বিতীয় একাডেমিক ভবন। এতে ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। ১৯৯৭-তে পূর্তোদ্যমে এ ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৮ সালের শেষদিকে সম্পন্ন হয়। বর্তমানে এই ভবনে ৯টি ডিসিপ্লিনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ছাত্রী হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। এতে ১৫০ জন ছাত্রী অবস্থান করছে। ছাত্রদের আবাসন সংকট নিরসনে ৫ কোটি ১২ লাখ টাকায় নতুন ছাত্র হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় গত বছরে ১১ এপ্রিলে। ছাত্র হলের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে। এই হলে ৪শ' ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা হবে।

৬৯ লাখ ৮৯ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবন। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বাসভবনে খরচ হয়েছে ২ কোটি ২৬ লাখ টাকা। ২ কোটি ৯৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অন্যান্য অবকাঠামোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ নির্মাণে ব্যয় ১২ লাখ, গ্রীন হাউজ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৫ লাখ এবং শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি পুলিশ ব্যারাক, ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে এলজিইডির অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে সংযোগ সড়ক। এছাড়া ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্মচারীদের আবাসিক ভবন, খেলার মাঠ উন্নয়নসহ আরও কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত ৪ বছরে ভৌত অবকাঠামো ছাড়াও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপকভাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া তিনটি ডিসিপ্লিনে ইতোমধ্যে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। আরও দু'টি ডিসিপ্লিনে শীঘ্রই মাস্টার্স কোর্স চালু হবে বলে কর্তৃপক্ষের একটি সূত্র জানায়। বিগত এ সময়ে ল্যাবসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। বিদেশের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে লিংক প্রোগ্রাম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে লিংক প্রোগ্রাম স্থাপনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ ছাড়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে চাকরিবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হওয়ার পর থেকে গত এক দশকেরও বেশী সময় চাকরিবিধি ছিল না। এটা একটি অন্যতম পদক্ষেপ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির ব্যাপারে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ এসএম নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি উপরোক্ত উন্নয়ন ছাড়াও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত হলে দেশে-বিদেশে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে উঠবে- যা এ অঞ্চলের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।